জৈন দার্শনিকরা বলেন, জীবের পরমার্থ হল মোক্ষ এবং এই মোক্ষলাভের জন্য পঞ্চমহাব্রত অবশ্যই পালনীয়। মঠবাসী সন্ন্যাসী বা শ্রমনদের জন্য এবং সংসারী বা গৃহীদের (শ্রাবক) জন্য আলাদা আলাদা পালনীয় ব্রতের কথা জৈন দর্শনে বলা হয়েছে। শ্রমণদের কঠোরভাবে পালনীয় যে ব্রতগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোকে **পঞ্চমহাব্রত** বলা হয়। আর গৃহী বা শ্রাবকদের জন্য পালনীয় সহজ ব্রতগুলো অনুব্রত বলে পরিচিত। এই অনুব্রত পালন করে সংসারী জীব মোক্ষলাভ না করলেও মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হতে পারে।

পঞ্চমহাব্রত

এখন আমরা **পঞ্চমহাব্রত**গুলো আলোচনা করব। পঞ্চমহাব্রতগুলো হল ঃ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—

(i) অহিংসা ঃ পঞ্চমহাব্রতের মধ্যে অহিংসা ব্রতটি হল মূল ব্রত। শুধু তাই নয়, এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান ব্রত। সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এই চারটি মহাব্রত হল অহিংসা ব্রতেরই অঙ্গ। অহিংসা ব্রত পালন করলেই সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ ব্রতও পালন করা সম্ভব হবে। শ্রমণরা কঠোরভাবে ব্রতগুলোকে পালন করবেন।

Scanned with CamScanner

(ii) সত্য ঃ পঞ্চমহাব্রতের দ্বিতীয় ব্রত 'সত্য' যা 'অহিংসা'রই অঙ্গ। সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত হল মিথ্যা। মিথ্যা থেকে বিরত থাকাই হল সত্য। জৈনরা বলেন, শুধু মিথ্যাচার না-করাই সত্য নয়—যা মিথ্যা নয়, যা হিতকর, মঙ্গলময়, সর্বাঙ্গসুন্দর, মধুর—তা-ই সত্য। এইজন্যই জৈনদের সত্য সুনৃত অর্থাৎ তা উপদেশ ও উপকারী সত্য। যে সমস্ত সত্য কথা অপরের ক্ষতি করে, যে সত্যের মধ্যে মিথ্যার কপটতা লুকিয়ে থাকে—সেই সত্য কথাও বলা উচিত নয়। সত্য প্রতিফলিত হবে সব কথা ও কাজের মধ্যে। 'সত্য' নিয়ন্ত্রিত হবে অহিংসা নীতির দ্বারা। মঠবাসী সন্ন্যাসীদের কঠোরভাবে এই সত্যকে পালন করতে হবে।

(iii) অস্তেয় ঃ অস্তেয় হল পঞ্চমহাব্রতের তৃতীয় ব্রত। 'অস্তেয়' বলতে বোঝায় 'অপরের সম্পদ চুরি না করা' বা 'চুরি না করা'। অপরের সম্পদ যেভাবে হোক গ্রহণ করাই হল 'স্তেয়' আর অপরের সম্পদকে কোনওভাবে নিজের অধিকারে না নেওয়াই হল "অস্তেয়"।

Scanned with CamScanner

স্বাভাবিকভাবেই "স্তেয়" হল হিংসার অন্তর্গত আর "অস্তেয়" হল 'অহিংসা'। প্রত্যেক জীবের জীবনধারণের জন্য কিছু ধনসম্পদের প্রয়োজন। সেই সম্পদ কারুর থেকে হরণ করে নিলে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে। এই চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে হিংসা জড়িয়ে রয়েছে। আর অপরের সম্পদ চুরি না করার সঙ্গে 'অহিংসা' ব্রতটি জড়িয়ে থাকে। জৈনরা 'অস্তেয়' শব্দটিকে ব্যাপক ও কঠোর অর্থে প্রয়োগ করে বলেছেন, অপরের দ্রব্য অধিকার বা হরণ করা উচিত নয় তবে কোনও ব্যক্তি সানন্দে যদি কোনও সম্পদ দান করেন তাহলে সেই সম্পদ গ্রহণ করা যাবে। প্রত্যেক শ্রমণ বা মঠবাসী কঠোরভাবে এই 'অস্তেয়' ব্রতটি পালন করবে।

(iv) ব্রহ্মচর্য ঃ পঞ্চমহাব্রতের চতুর্থ ব্রতটি হল ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য হল সমস্ত রকম কামনাকে দমন করা। সাধারণত ব্রহ্মচর্য বলতে বোঝায় সমস্ত রিপুকে জয় করা বা ইন্দ্রিয়সম্ভোগ ও জননেন্দ্রিয়কে সংযত রাখা। জৈন দর্শন ব্রহ্মচর্যকে একটু বিস্তৃত অর্থে গ্রহণ করে বলেছে, শারীরিক, মানসিক ও বাচিক সমস্ত ক্ষেত্রেই কঠোরভাবে কামনাকে দমন করতে হবে। শুধু জনন-ইন্দ্রিয়ই নয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়-সমূহকেও সংযত রাখতে হবে। ব্রহ্মচর্য হল সম্পূর্ণ সংযমপূর্ণ জীবন। অতিমূল্যবান এই নৈতিক ব্রত শ্রমণরা কঠোরভাবে পালন করবেন। এই ব্রহ্মচর্য অহিংসারই অঙ্গস্বরূপ।

(v) অপরিগ্রহ ঃ অপরিগ্রহ হল পঞ্চমহাব্রতের পঞ্চম ব্রত। সমস্ত রকম বিষয়-আসক্তি থেকে ইন্দ্রিয়কে মুক্ত রাখাই হল অপরিগ্রহ। বিষয়ের প্রতি আসক্তি জীবকে 'বন্ধনদশা'য় আবদ্ধ করে। আমাদের ইন্দ্রিয় সব সময়ই বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় হল চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। রূপ হল চক্ষুর বিষয়, রস হল জিহ্বার, গন্ধ নাসিকার, স্পর্শ ত্বকের এবং শব্দ হল কর্ণের বিষয়। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের যে আকর্ষণ, সেই আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। এই মুক্ত রাখাই হল 'অপরিগ্রহ'। বিষয়ের প্রতি আসক্তি জীবের মুক্তিলাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অপরিগ্রহ ব্রত কঠোরভাবে পালন না করলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। শ্রমণরা বা মঠবাসী সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত কঠোরভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই অপরিগ্রহ ব্রতকে পালন করেন। 'অপরিগ্রহ' হল 'অহিংসা' ব্রতেরই একটি অঙ্গ। এই 'অপরিগ্রহ' বিধান অত্যন্ত কঠোর একটি ব্রত।

Scanned with CamScanner